আউলিয়ায়ে কিরামের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর কারামতের প্রমাণ

৬ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরির বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... ২
বয়ান শোনার নিয়ত..... ৪
দোয়া দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয়..... ৪
কারামত সত্য..... ৬
কারামত কাকে বলে?..... ৬
রাসূলের সাহাবীর কারামত..... ৭
হাদীসে কুদসী দ্বারা কারামতের প্রমাণ..... ৮
হাদীসে পাকের উদাহরণের একটি ব্যাখ্যা..... ৯
আল্লাহ পাকের দানে কোনো বাধা নেই..... ১০
অমৌসুমী ফল পাওয়াও কারামত..... ১১
গাউসে পাকের শিশুকালের কারামত..... ১৩
খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর একটি কারামত..... ১৪
বরকতময় পাত্র..... ১৫
শুকনো বৃক্ষে তৎক্ষণাৎ ফল ধরে গেলো..... ১৫
দূরত্ব সংকোচিত হয়ে যাওয়াও কারামত..... ১৭
হাদীসে পাকে কারামতের বর্ণনা..... ১৮
বাচ্চা বলে উঠলো..... ১৯
আউলিয়া কেরাম থেকে সাহায্য চাওয়া কেমন...?..... ২০
বান্দার কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান..... ২১

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا رَسُوۡلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا حَبِيۡبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا نُوۡرَ اللّٰه

نَوَيۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

একবার হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযূলী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ ওযু করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হলেন, সেখানে একটি কূপ তো ছিল কিন্তু পানি তোলার মতো কোনো উপকরণ (বালতি ও রশি) ছিল না। তিনি এই চিন্তায়

নিমগ্ন ছিলেন যে, এই কূপ থেকে কীভাবে পানি তোলা যায় (যাতে ওযু করে সময়মতো নামায আদায় করা যায়)। হঠাৎ একটি বাড়ির উপর থেকে এক বাচ্চা মেয়ে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল: আপনি কে? তিনি বললেন: মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযূলী (رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ)। বাচ্চা মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল: আচ্ছা! আপনিই সেই ব্যক্তি যাঁর সুনামের (Popularity) জয়জয়কার চলছে, অথচ অবস্থা এমন যে কূপ থেকে পানি তুলতে পারছেন না! এ কথা বলে সেই বাচ্চা মেয়েটি কূপে থুতু নিক্ষেপ করল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এক অলৌকিক বিষয় ঘটে গেল! এই বাচ্চা মেয়েটির থুতু নিক্ষেপ করা মাত্রই চোখের পলকে (মুহূর্তের মধ্যে) পানি উপরে উঠে এলো এবং কূপ থেকে উপচে পড়তে লাগল। হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযূলী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ ওযু সম্পন্ন করার পর সেই অসাধারণ বাচ্চা মেয়েটিকে বললেন: আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি এই অলৌকিক ক্ষমতা কীভাবে অর্জন করলে? সে বলল: আমি রাসূলে আকরাম صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদে পাক পাঠ করি। তখন শায়খ সুলাইমান জাযূলী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ শপথ করলেন যে, আমি নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার বিষয়ের (Topic) উপর একটি কিতাব (Book) রচনা করব।

(সাআদাতুদ দারাইন, পৃষ্ঠা: ১৫৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা:৮১, হাদীস: ১২৮৪)** হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয়

আমাদের পীর হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পবিত্র যুগে আবু মুযাফফর নামের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, একবার তিনি শায়খ হাম্মাদ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: হুযুর! আমি ব্যবসার জন্য সিরিয়া যাচ্ছি, আপনার নিকট দোয়ার আবেদন।

ওলী তো ওলীই, এদের দৃষ্টি লাওহে মাহফুযকেও দেখতে পারে। অতএব, শায়খ হাম্মাদ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন তার ভাগ্যের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে বললেন: আপনি আপনার সফর স্থগিত করুন! যদি যান, তাহলে ডাকাতরা সমস্ত মাল লুটে নেবে এবং আপনাকে হত্যা করে ফেলবে।

বণিক এটি শুনে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, সেই উদ্বিগ্ন অবস্থায় ফিরে আসছিলেন, পথিমধ্যে হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে সাক্ষাৎ হলো, জিজ্ঞাসা করলেন: চিন্তিত কেন? বণিক আবু মুযাফফর পুরো ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করলেন, গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: উদ্বিগ্ন হবেন না, আগ্রহের সাথে সিরিয়া সফর করুন! اِنۡ شَآءَ الله সবকিছু ভালো হয়ে যাবে। বণিক আবু মুযাফফর তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া রওনা হলেন, তার ব্যবসায় প্রচুর লাভ হলো, এই সফরের মধ্যে বণিক আবু মুযাফফর একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলেন, তিনি দেখলেন ডাকাতেরা কাফেলায় হামলা করে সব মালামাল লুট করে নিয়েছে এবং তাকে হত্যা করে ফেলেছে। ভয়ে তার চোখ খুলে গেল, উঠে দেখেন সেখানে কোনো ডাকাত বা বিপদ নেই।

অতএব তিনি প্রচুর লাভবান হয়ে আনন্দের সঙ্গে বাগদাদে পৌঁছলেন, এবার তিনি ভাবতে লাগলেন, প্রথমে গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে দেখা করবেন, নাকি শায়খ হাম্মাদ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে! হঠাৎ পথিমধ্যে শায়খ হাম্মাদ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বণিককে দেখেই বললেন: প্রথমে গিয়ে গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে দেখা করো, কারণ তিনি আল্লাহর প্রিয়। তিনি তোমার জন্য ১৭ বার দোয়া করেছিলেন, এরপরই তোমার ভাগ্য পরিবর্তন হলো, গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তোমার সাথে সংঘটিত ঘটনাকে জাগ্রত অবস্থার পরিবর্তে স্বপ্নে রুপান্তর করে দিয়েছেন।

(বাহজাতুল আসরার: ৬৪)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারামত সত্য

হে আশিকানে রাসূল! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ এর মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু, এই নেক বান্দারা আল্লাহ পাকের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভালবাসার পাত্র, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে মহা পুরস্কার দ্বারা ধন্য করেছেন, তন্মধ্যে একটি পুরস্কার হচ্ছে কারামত, কারামত নিঃসন্দেহে সত্য, নবুওয়তের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে কখনো হক পন্থীদের এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ (Disagreement) হয়নি। সবারই একই আকীদা যে, সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ এর কারামত সত্য, সকল যুগে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কারামত প্রকাশিত হয়েছে এবং اِنۡ شَآءَ اللّٰہ কিয়ামত পর্যন্ত আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ আসবেন এবং তাঁদের মাধ্যমে কারামত প্রকাশিত হতে থাকবে।

কারামত কাকে বলে?

কারামত বলতে বোঝানো হয়: ওলীউল্লাহ দ্বারা প্রকাশিত এমন কাজ যা সাধারণত অসম্ভব অর্থাৎ প্রকাশ্য কোন উপকরণের মাধ্যমে ঘটানো সম্ভব নয়। যেমন: মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেয়া, যা সাধারণত সম্ভব (Possible) নয়। যদি কোনো ওলী আল্লাহর অনুগ্রহে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেন, তবে এটিকে কারামত বলা হবে। তদ্রুপ শুধু হাত লাগিয়ে, চোখ দিয়ে দেখে অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করা, অথবা কোনো যন্ত্র (যেমন; মোবাইল ইত্যাদি) ছাড়াই দূর থেকে শুনতে পারা, মনের কথা জানা, সাহায্যে পৌঁছে যাওয়া, শত কোটি কিলোমিটার পথ ঘোড়া বা যানবাহন ছাড়া কয়েক মিনিটে অতিক্রম করা ইত্যাদি। এই

ধরনের কাজ যদি ওলীউল্লাহ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে এটিকে কারামত বলা হয়। এই ধরনের কাজ যদি আল্লাহর সত্যিকারের নবীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে তাকে মুজিযা (Miracle) বলা হয়। **(শরহু আকায়িদে নাসাফীয়া, ৩১৩-৩১৪)** আর যদি সাধারণ কোনো মুমিন থেকে এমন কাজ প্রকাশিত হয়, তবে তাকে মাউনাত বলা হয়। **(আন নিবরাস, ৪৩০)**

রাসূলের সাহাবীর কারামত

প্রখ্যাত সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ, একদিন মাদাঈন শহর ত্যাগ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে একটি অতিথিও ছিল, (পথিমধ্য একটি জঙ্গল দিয়ে অতিক্রম করলেন) জঙ্গলে হরিণ চলছিল এবং পাখিরা আকাশে উড়ছিল, হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ চাইলেন যে, অতিথির আতিথেয়তা (Hospitality) করা হোক, অতএব তিনি হরিণ এবং পাখিদের ডাকলেন এবং বললেন: হরিণেরা! পাখিরা! তোমাদের মধ্যে একটি পাখি এবং একটি হরিণ আমার কাছে চলে এসো, আমি আমার অতিথির আতিথেয়তা করতে চাই।

উৎসর্গ হয়ে যান! রাসূলের সাহাবী হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ডাক শুনে একটি হরিণ এবং একটি পাখি সম্মানের সাথে নত মস্তক হয়ে উপস্থিত হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে সেই ব্যক্তি খুবই বিস্মিত হলো এবং অবাক হয়ে তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলো سُبۡحٰنَ الله! হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: তুমি কি অবাক হচ্ছো? তুমি কি এমন কোনো মানুষ দেখেছো যে তার রবের আনুগত্য করে এবং তারপরও এই সব বস্তু (যেগুলি মানুষের সেবা করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে) তার আনুগত্য না করে? **(জামে কারামাতে আউলিয়া, ১/১১৬)**

আল্লাহ! আল্লাহ! জানা গেল; কারামত আল্লাহ পাকের এক বিশেষ অনুগ্রহ যা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দান করেন।

হাদীসে কুদসী দ্বারা কারামতের প্রমাণ

বুখারী শরীফে একটি হাদীসে কুদসী রয়েছে, হাদীসে কুদসী বলতে বোঝানো হয় সেই হাদীস যা আল্লাহ পাকের বাণী, কিন্তু তা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়। অন্য কথায়, সাধারণ হাদীস গুলিতে নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী থাকে এবং সাহাবীরা (শুনে পরবর্তীতে বর্ণনাকারী) হন, কিন্তু হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাকের বাণী থাকে এবং নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বর্ণনাকারী হয়ে থাকেন, আসুন! বুখারী শরীফের হাদীসে কুদসী শুনি।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যে আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা (Enmity) পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। বান্দা যে সকল উপায়ে আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় উপায় হলো ফরয কাজ (যেমন: নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। এরপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে; আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলে। যদি সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে দিই; যদি সে আমার আশ্রয় চায়, আমি তাকে আশ্রয় দিই।

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ১৫৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫০২)

আলহাজ্ব মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যখন বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে করতে আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়, তখন সেই) বান্দা আল্লাহর ভালবাসায় হারিয়ে যায়। যা দ্বারা এলাহী (অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ) ক্ষমতা তার অঙ্গে কাজ করে এবং সে এমন কিছু করতে সক্ষম হয় যা বিবেক বহির্ভূত হয়। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/৩০৯)**

হাদীসে পাকের উদাহরণের একটি ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ দের পবিত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা (Special Power) কিভাবে স্থাপন করা হয় এবং সেই শক্তি কিভাবে কাজ করে, এই বিষয়টি একটি উদাহরণের (Example) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: দেখুন! লোহা (Iron) পোড়ায় না, এটি সম্পূর্ণ ঠান্ডা থাকে এবং এর রঙ কালো কিন্তু যদি কয়েক মিনিটের জন্য লোহা আগুনের চুল্লিতে রাখা হয়, তাহলে আগুন সেই লোহাকে তার গরম এবং রঙ প্রদান করে দেয়। লোহা তখন আগুনের মতো লাল ও গরম হয়ে যায়, এখন যদিও লোহা আগের মতোই আছে, কিন্তু এর কার্যক্রম পরিবর্তন হয়েছে, আগে এটি ঠান্ডা ছিল এবং পোড়াতে পারতো না; এখন তার মধ্যও তাপমাত্রা চলে এসেছে, এটিও পোড়াতে পারে। আরও ভাবুন! এখন লোহা সেই কাজই করছে যা আগুন করে কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলবে না যে, লোহা আগুনে পরিণত হয়েছে অথবা আগুন লোহায় পরিণত হয়েছে, এটি কেবল বুঝার একটি উদাহরণ। এর মাধ্যমে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর মর্যাদা অনুধাবন করুন যে,

ওলীউল্লাহ যখন আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করেন এবং নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে বিলীন করে দেন, তখন তাদের মধ্যে আল্লাহর বিশেষ শক্তি এবং গুণাবলী প্রদর্শিত হয়, দিন-রাত আল্লাহর ভালোবাসায় কাটানোর পর, আল্লাহ তার সেই প্রিয় বান্দাদেরকে নিজের ক্ষমতা ও শক্তির এমন একটি জলওয়া উপহার দেন যে, তাঁদের ক্ষমতা দেখে আল্লাহর ক্ষমতার স্মরণ আসে, তবে এই অবস্থায়ও বান্দা বান্দাই এবং আল্লাহ আল্লাহই।

(আযমী কি তাকরীরি, নূরানী তাকরীরি, পৃষ্ঠা: ১৪৪-১৪৫)

আল্লাহ পাকের দানে কোনো বাধা নেই

হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ আরও বলেন: (এখান থেকে আরও একটি বিষয় বোঝা যায়!) যখন আগুনের এই ক্ষমতা আছে যে, সে কয়েক মিনিটের মধ্যে লোহাকে তার গরম এবং রঙ প্রদান করতে পারে, তাহলে বিশ্বজগতের প্রতিপালক কি তার প্রিয় বান্দাদেরকে তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ করতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। **(আযমী কি তাকরীরি, নূরানী তাকরীরি, ১৪৫)** আল্লাহ পাক অশেষ ক্ষমতার অধিকারী, তিনি অসীম, তাঁর দানে কোনো সীমা নেই, তিনি নিজেই ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُوۡرًا ﴿۲۰﴾

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ২০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আপনার প্রতিপালকের দানের উপর বাধা-বিপত্তি নেই।

জানা গেলো! আল্লাহর দানে কোনো বাধা নেই; আল্লাহ যাকে যত চান ততই প্রদান করেন এবং যা চান তা প্রদান করেন। যদি আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদেরকে অসীম শক্তি ও কারামত প্রদান করেন, তাহলে কারো কি সাহস আছে আল্লাহর প্রতি কোনো আপত্তি করার?

এজন্য, কারামতের অস্বীকৃতি জানানো মূলত কারামতের অস্বীকৃতি নয়, বরং আল্লাহর দান ও তাঁর ক্ষমতার অস্বীকৃতি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওলীর কারামত বিশ্বাস করে না, সে আসলে এই ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তার বান্দাদেরকে কিছুই দান করতে পারেন না। আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা! আল্লাহ পাক আমাদের এই ধরনের বেআদবী ও খারাপ ধারণা থেকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই, কারামত সত্য এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ থেকে বহু কারামতের প্রকাশও হয়ে থাকে।

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহর পবিত্র কিতাব কুরআনুল কারীমেও বহু কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ;

অমৌসুমী ফল পাওয়াও কারামত

কুরআনুল করীমে হযরত ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর সম্মানিতা মাতা হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا এরও কারামতের কথা উল্লেখ রয়েছে, যখন তিনি দুধপান করার বয়সে ছিলেন, তাঁর চাচা হযরত যাকারিয়া عَلَيۡهِ السَّلَام তাঁর দেখাশোনা করতেন। মসজিদে আকসার মধ্যে একটি কক্ষ ছিল, যেখানে হযরত যাকারিয়া عَلَيۡهِ السَّلَام হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا কে রেখেছিলেন। কক্ষটির চাবি হযরত যাকারিয়া (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর কাছে ছিল এবং তিনি ব্যতীত কেউ সেখানে প্রবেশ করতো না বা বের হত না। এরপরও, যখন হযরত যাকারিয়া عَلَيۡهِ السَّلَام কক্ষে প্রবেশ করতেন, তিনি সেখানে অমৌসুমী ফল (Non-Seasonal Fruits) দেখতেন। **(হাশিয়াতুস সাভী আলা তাফসীরে জালালাইন, পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, ৩৭নং আয়াতের পাদটিকা, অংশ ১, ১/২৩১)** যে ফলগুলি সে সময় বাজারে পাওয়া যেতো না, সেই ফলগুলি হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا এর কক্ষে উপস্থিত থাকতো। হযরত যাকারিয়া عَلَيۡهِ السَّلَام

হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا কে জিজ্ঞেস করলেন: "হে মরিয়ম! এই ফলগুলি তোমার কাছে কোথা থেকে আসে?" হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا যেভাবে ঈমান উজ্জীবিত উত্তর দিলেন, তা হৃদয়ের কান দিয়ে শুনুন! তিনি বললেন:

هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرۡزُقُ مَنۡ يَّشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সেটা আল্লাহর নিকট থেকে, নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অগণিত দান করেন।

سُبۡحٰنَ اللهِ! কেমন অনন্য ও ঈমান উদ্দীপক উত্তর! এখানে দেখুন কতগুলো কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ✯ ছোট বয়সে হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا এর কথা বলা একটি কারামত। ✯ এই বয়সে যখন শিশুরা সঠিকভাবে কথা বলতে পারে না, তখন হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا এর আল্লাহ পাককে চিনতে পারা, তাঁর গুণাবলী জানা যে, তিনি রিযিকদাতা, সৃষ্টিকর্তা, মহান ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর মাখলুককে অদৃশ্য থেকে অমৌসুমী ফল দান করতে পারেন, এই সব কিছু জেনে নেয়া এটি দ্বিতীয় কারামত। ✯ এবং তার সম্মান ও মর্যাদায় অদৃশ্য থেকে অমৌসুমী ফল আসা, এটি তৃতীয় কারামত।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত ৩৭, ৩/৩৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল: ✯ ওলীউল্লাদের ছোটবেলায় কথা না বলার বয়সে কথা বলাও একটি কারামত এবং কুরআনে এর আলোচনা করা হয়েছে। ✯ ওলীউল্লাদের ছোটবেলায় আল্লাহর পরিচয় ও এমন জ্ঞান লাভ করা যা বড়রাও অনেক কষ্টে জানতে পারে, এটিও একটি কারামত এবং কুরআনে এর আলোচনা রয়েছে। ✯ এবং গায়েব থেকে

রিযিক পাওয়া, এটিও একটি কারামত এবং কুরআনে এর আলোচনা রয়েছে।

গাউসে পাকের শিশুকালের কারামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এই ৩ প্রকারের কারামত এই উম্মতের আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর দ্বারাও প্রকাশিত হয়েছে। এমন কতো আউলিয়ায়ে কেরাম আছেন যারা শিশু বয়সেই এমন প্রজ্ঞাময় কথা বলতেন যাতে বিবেক বিস্মিত হয়ে যেত, এত পূর্বে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের প্রিয় গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শিশুকালেরও বহু কারামত রয়েছে: ✯ তিনি তখনও জন্মগ্রহণ করেননি, তাঁর মায়ের হাঁচি আসলে তিনি اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه বলতেন, তখন পেট থেকে আওয়াজ আসত: يَرۡحَمُكَ الله। **(মুন্নার লাশ, পৃষ্ঠা: ৩)**

سُبۡحٰنَ الله! এটি একটি কারামত...!! অনুমান করুন! আজ এমন কত মানুষ আছে যারা হাঁচির উত্তর দিতে জানেন? বরং এমন কতজন রয়েছেন যারা জানেন যে, হাঁচির উত্তর দেওয়ারও কোন নিয়ম আছে! তারপর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আরবী ব্যাকরণে (Arabic Grammar) দক্ষতা দেখুন! যখন পুরুষ হাঁচি দেয়, তখন তার উত্তরে বলা হয় يَرۡحَمُكَ الله এবং যখন নারী হাঁচি দেয়, তখন তার উত্তরে বলা হয় يَرۡحَمُكِ الله। سُبۡحٰنَ الله! গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ মায়ের গর্ভেই কেমন দক্ষতা লাভ করেছিলেন, কথাও বলতেন এবং আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী কথা বলতেন।

✯ গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন ৫ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন প্রথমবার بِسۡمِ اللهِ শরীফ পড়ার রীতির জন্য কোনো বুযুর্গের কাছে বসেছিলেন, তখন তিনি اَعُوۡذُ بِاللهِ এবং بِسۡمِ اللهِ পড়ার পর সূরা ফাতিহা থেকে পড়া শুরু করেন এবং ১৮ পারা পাঠ করে শুনিয়ে দেন। সেই বুযুর্গ বললেন: "বৎস, আরো পড়ো!" গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তর দিলেন: "আমার এতটুকুই মুখস্ত আছে কারণ আমার মায়েরও এতটুকু মুখস্ত ছিল, যখন আমি তাঁর গর্ভে ছিলাম, তখন তিনি এটা পড়তেন, আমি শুনে মুখস্ত করে নিয়েছিলাম।" **(মুন্নার লাশ, পৃষ্ঠা: ৪)**

سُبۡحٰنَ اللهِ! এটি হল আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর মর্যাদা...!! জানা গেল, অনেক ওলী এমন রয়েছেন যারা জন্ম থেকেই ওলী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, আল্লাহ পাক তাঁদের মাথায় বেলায়তের মুকুট সজ্জিত করে পৃথিবীতে পাঠান। এজন্য, তাঁদের শিশুকালেও কারামত প্রকাশ হয়ে থাকে।

খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর একটি কারামত

✯ এভাবে অদৃশ্য থেকে পাওয়া খাবার, এটিও একটি কারামত এবং এটি এমন একটি কারামত যা সরাসরি আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতেও প্রকাশিত হয়েছিল, জ্বি হ্যাঁ! সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর জন্য অদৃশ্য থেকে খাবার আসার ঘটনা শুনুন!

বরকতময় পাত্র

দুর্ভিক্ষের (Famine) সময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ক্ষুধা অনুভব করলেন, তখন নবীর কন্যা সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا একটি পাত্রে এক টুকরো মাংস এবং দুটি রুটি ইসার করে প্রিয় নবীর দরবারে পাঠালেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই উপহার নিয়ে হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর কাছে তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে আমার কন্যা! এদিকে এসো।" সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا যখন সেই পাত্র খুললেন, তখন তিনি এটা দেখে বিস্মিত হলেন যে, পাত্রটি রুটি এবং মাংসে পূর্ণ ছিল। নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রশ্ন করলেন: اَنّٰى لَكِ هٰذَا؟ এগুলি তোমার জন্য কোথা থেকে এসেছে?" বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বললেন: هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللهِ اِنَّ اللهَ يَرۡزُقُ مَنۡ يَّشَاءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ অর্থাৎ সেটা আল্লাহর নিকট থেকে, নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অগণিত দান করেন।

এরপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী, হাসান এবং হোসাইন এবং অন্যান্য আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ কে একত্রিত করে সবার সঙ্গে খাবার আহার করলেন।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, ৩৭নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৩১)

শুকনো বৃক্ষে তৎক্ষণাৎ ফল ধরে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর সম্মানিতা মাতা, হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا এর আরেকটি কারামত কুরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের ১৬তম পারা, সূরা মরিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন হযরত ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর জন্মের (Birth) সময় ঘনিয়ে

আসছিল, হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا একা ছিলেন এবং তাঁর খাবারের প্রয়োজন ছিল। তাঁর কাছে একটি শুকনো খেজুরের বৃক্ষ ছিল, যার পাতাও ছিল না, শুধুমাত্র বৃক্ষই অবশিষ্ট ছিল। হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا কে আদেশ করা হয়েছিল:

وَهُزِّيۡۤ اِلَيۡكِ بِجِذۡعِ النَّخۡلَةِ تُسٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿۲۵﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ২৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর খেজুর বৃক্ষের গোড়া ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তখন তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুরসমূহ ঝরে পড়বে।

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا বলেন: সেই গাছটি সম্পূর্ণ শুকনো ছিল, যখন হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا সেটি নাড়া দিলেন, তখন তিনি গাছের উপরে শাখা-প্রশাখা বের হতে দেখলেন, এরপর সেগুলিতে ফুল ফুটলো, ফুল থেকে কাঁচা খেজুর তৈরি হলো, সেগুলিতে রং ধরলো, শুকনো খেজুরে পরিণত হলো এবং শেষে পেকে তাজা রসে ভরা খেজুরে পরিণতে হয়ে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهَا এর সামনে পড়তে লাগলো, কোনো খেজুরই ফাটতো না, এই সবকিছু এক পলকেই ঘটে গেল। **(তাফসীরে কুরতুবী, পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, ২৫নং আয়াতের পাদটিকা, অংশ ১১, ৬/১৭)**

سُبۡحٰنَ اللهِ! জানা গেল; আউলিয়া কেরামের হাতের স্পর্শের বরকতে শুকনো গাছ সবুজ হয়ে ওঠে, বাগানে পরিণত হয়, ফল-ফুল আসে এবং তাঁদের হাতের বরকতে দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটে। এটি একটি কারামত এবং এর উল্লেখ কোথায় হয়েছে? কুরআনে করীমে।

দূরত্ব সংকোচিত হয়ে যাওয়াও কারামত

হে আশিকানে রাসূল! আউলিয়া কেরামের ঐ কারামত, যার উল্লেখ কুরআনে এসেছে, তার মধ্যে একটি কারামত হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাহাবী হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এরও আছে। কুরআনের ১৯তম পারা, সূরা নামল এর মধ্যে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। যার সার সংক্ষেপ কিছুটা এমন যে, মালিকা বিলকিস, যিনি পূর্বে অমুসলিম ছিলেন এবং সূর্যের পূজা করতন, ইয়েমেনের রাণী ছিলন, হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام যখন এই বিষয়ে জানতে পারলেন, তখন তিনি মালিকা বিলকিসকে একটি চিঠি পাঠালেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন, এরপর মালিকা বিলকিস ইসলাম গ্রহণের নিয়তে হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام এর দিকে রওনা হলেন, মালিকা বিলকিসের একটি সিংহাসন ছিল, যা তিনি সাতটি প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে পিছনের প্রাসাদে রেখেছিলেন এবং সাতটি দরজায় তালা (Locks) লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মালিকা বিলকিসের বাহিনী হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام থেকে প্রায় ৩ মাইল দূরে (Distance) ছিল। এই সময়, হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام তাঁর দরবারিদের মধ্যে প্রশ্ন করলেন: "কে আছে যে মালিকা বিলকিসের সিংহাসন এখানে এনে দিতে পারবে?" একটি জ্বিন বললো: "আমি দরবারের সময় শেষ হওয়ার আগেই এটি হাজির করে দেব।" হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام বললেন: "আমি আরও দ্রুত চাচ্ছি।" তখন হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন:

اَنَا اٰتِيۡكَ بِهٖ قَبۡلَ اَنۡ يَّرۡتَدَّ اِلَيۡكَ طَرۡفُكَ

(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি সেটা হুযুরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক মারার পূর্বেই।

سُبۡحٰنَ الله! এরপর হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام এক পলকে চোখ বন্ধ করে দেখলেন যে, সিংহাসন এসে পৌঁছে গেছে।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা: ১৯, সূরা: নামল, আয়াত: ৪০, ৭/১৯৩-২০৩)

আল্লাহ! আল্লাহ! এটি হল আল্লাহর ওলীর কারামত...!! মাইলের পর মাইল পরিমাণ দূরত্ব, বহু কিলো ওজনের ভারী সিংহাসন.. হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং এক পলকেই সিংহাসন উপস্থিত করলেন। এর দ্বারা জানা গেলো যে, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ দের জন্য জমিন সংকুচিত করে দেয়া হয়, তাঁদের জন্য দূরত্ব থাকে না, তাঁরা কয়েকশো কিলোমিটার দূরত্ব এক মুহূর্তে অতিক্রম করতে পারেন, এটি একটি কারামত এবং এই কারামতের উল্লেখ কোথায়? কুরআনে করীমে রয়েছে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাকে কারামতের বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল; কারামত সত্য, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ দের এমন মর্যাদা প্রদান করেছেন যাতে তাঁদের থেকে কারামতের প্রকাশ ঘটে। কুরআনে করীমেও অনেক কারামতের কথা উল্লেখ রয়েছে, তেমনি হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব যেমন বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফেও অনেক কারামতের কথা উল্লেখ রয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কে পূর্ববর্তী উম্মতের আউলিয়ায়ে

কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর করামতের কথা শুনিয়েছেন। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য হাদীসে বর্ণিত কয়েকটি কারামত শুনে নিই:

বাচ্চা বলে উঠলো

হাদীসে পাকে জুরাইজ রাহেবের কারামতের কথা উল্লেখ আছে। হযরত জুরাইজ পূর্ববর্তী উম্মতের একজন ওলী ছিলেন। একবার এক ব্যভিচারী মহিলা তাঁকে অপবাদ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি অবৈধ শিশুর অভিযোগ তুলে দাবি করলো যে, এই শিশুটি হযরত জুরাইজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সন্তান। এরপর হযরত জুরাইজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শিশুটিকে বললেন: "বৎস! বলো, তোমার বাবা কে?" যে শিশু মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে জন্ম নিয়েছিল, সে ভাষায় বলতে শুরু করল যে তার বাবা হলো অমুক।

(আল আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা:২৩, হাদীস: ৩৩)

এটি হযরত জুরাইজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি কারামত ছিল, যা আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন এবং ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর কারামত শোনা এবং শোনানো দ্বারা আমাদের হৃদয়ে তাঁদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় আর এই পবিত্র ঈমানী ভালোবাসার বরকতে কবর, হাশর ও কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা পাওয়া যায় এবং অন্তরে ঈমান মযবুত হয়। তাই আমাদের উচিত, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখা, তাদের জীবনীও অধ্যয়ন করা এবং তাঁদের কারামত ও ঈমানী উদ্দীপক ঘটনাগুলি পড়ে ও শুনে ঈমানকে সতেজ রাখা।

আউলিয়া কেরাম থেকে সাহায্য চাওয়া কেমন...?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ কে কারামত দ্বারা ধন্য করেছেন, তেমনি ভাবে তাঁদেরকে সৃষ্টির সাহায্যকারীও বানানো হয়েছে। এটি আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর একটি কারামত যে, আল্লাহ পাকের এই প্রিয় বান্দারা সাহায্যের জন্য আহ্বানকারীদের আওয়াজ শুনেন এবং তাঁদের সাহায্য করতে পৌঁছান। কিছু মানুষ এই বিষয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়, যেমন; তারা বলে, যখন আল্লাহ পাক সাহায্য করতে সক্ষম, তাহলে গাউসে পাক বা অন্য কোনো বুযুর্গের সাহায্য কেন চাইবো? উত্তরে আরয হলো: এটি শয়তানের একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র এবং জানি না শয়তান এভাবে কতো মানুষকে পথভ্রষ্ট (Mislead) করেছে। অথচ আল্লাহ পাক কখনো অন্য কারো সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করেননি, বরং কুরআনে করীমে বহু স্থানে আল্লাহ পাক অন্যদের সাহায্য চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়াও, গাউসে পাক বা অন্য কোনো বুযুর্গের সাহায্য মূলত গায়রুল্লাহর সাহায্যই নয়, মূলত এটা আল্লাহ পাকেরই সাহায্য, গাউসে পাক যে সাহায্য করেন তা তার নিজের ক্ষমতাবলে করেন না, বরং আল্লাহর দান ও সাহায্য থেকে সাহায্য করেন। দেখুন, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِذۡ یُوۡحِیۡ رَبُّكَ اِلَى الۡمَلٰٓئِكَةِ اَنِّیۡ مَعَكُمۡ فَثَبِّتُوا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যখন হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের নিকট ওহী প্রেরণ করতেন আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা মুসলমানদের অবিচলিত রাখো।

এখানে দেখুন! ফেরেশতাগণও গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহর এক সৃষ্টি। আল্লাহ নিজে ফেরেশতাদের বলেন: "হে ফেরেশতাগণ! মুমিনদের অবিচলিত রাখো! আমি তোমাদের সাথে আছি।"

ভেবে দেখুন! আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠিয়েছেন, আল্লাহ চাইলে ফেরেশতাদের ছাড়াই সাহায্য করতে পারতেন, আল্লাহ চাইলে কাফেররা তাদের ঘরে পড়ে থাকতো, বদরের ময়দানে আসতে পারতো না কিন্তু আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠালেন, কেন? কারণ তিনি আল্লাহ, তিনি রব, তিনি ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা চান করেন, কেউ তাঁর কাছ থেকে জবাবদিহিতা চাইতে পারে না।

এরপর চিন্তা করুন! বদরের যুদ্ধের সময় সাহায্য করতে কে এলো? ফেরেশতারা এসেছিল, কিন্তু আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ
(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয় আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন।

সাহায্য করতে এসেছে কে? ফেরেশতা! আল্লাহ্ কী বলেন? আল্লাহ্ সাহায্য করেছেন। জানা গেল; আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী বান্দাগণ, আল্লাহ্ পাকের দান ও শক্তি দ্বারা সাহায্য করেন, তবে এই সাহায্য গায়রুল্লাহর সাহায্য নয়, বরং এটি আল্লাহ পাকেরই সাহায্য, যা তিনি তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে করান।

বান্দার কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

হাদীসে পাকে বান্দাদের সাহায্য চাওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শুনুন:

(১) আমার দয়ালু উম্মতের কাছে প্রয়োজন প্রার্থনা করো, রিযিক পাবে। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা:৭২, হাদীস: ১১০৬)**

(২) ভাল চেহারার মানুষদের কাছ থেকে কল্যাণ ও নিজের চাহিদা প্রার্থনা করো । **(মুজামে কবীর, ৫/২৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৯৪৭)**

(৩) যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কিছু হারিয়ে ফেলে বা পথ ভুলে যায় এবং সাহায্য চায় আর এমন স্থানে থাকে যেখানে কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই, তখন তার উচিত এভাবে ডাকা: يَاعِبَادَاللهِ اَعِيۡنُوۡنِىۡ، يَاعِبَادَاللهِ اَعِيۡنُوۡنِىۡ অর্থাৎ "হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য করো, হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য করো।" কারণ আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন, যাদেরকে সে দেখতে পায় না। **(মুজামে কবীর, পৃষ্ঠা: ৭/৪৮, হাদীস: ১৩৭৩৭)**

মুহাদ্দিসে আযম, সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকারী, আল্লামা নববী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার নিজের এই হাদীসের অভিজ্ঞতা রয়েছে। একবার আমরা কিছু লোক সফরে ছিলাম, আমাদের পশু আমাদের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। আমরা সেটি ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু সফল হইনি। তখন আমি এভাবে ডাকলাম: "হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য করো!" ব্যস এতোটুকু বললাম, ঐ পশুটি থেমে গেল এবং আমরা সেটিকে ধরতে সক্ষম হলাম আর সামনে সফর চলা শুরু করলাম।

(আযকার লিল নববী, ৪১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কোন বিপদ, চিন্তা বা সমস্যা আসে, তখন হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ডাকতে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে কোনও বাধা নেই। শতাব্দী ধরে, বড় বড় আউলিয়ায়ে

কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এবং আলেমগণ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এবং অন্যান্য পবিত্র ব্যক্তিদের আল্লাহর সাহায্যের প্রকাশস্থল মনে করে তাঁদেরকে ডাকেন এবং সাহায্য চান। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه বহুবার এর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, আল্লাহর ওলীদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা সত্যিই সাহায্য করেন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর প্রতি ভালবাসা রাখার, তাঁদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখার, তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস রাখার, তাঁদের সম্মান করার, বেয়াদবী থেকে বাঁচার এবং তাঁদের পথ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد